অতিমারীর দিনরাত্রি

–বিধান চন্দ্র দে

ক'দিন ধরেই এক অজানা আশঙ্কায় টুবাইয়ের মনটা বিষন্নতায় ছেয়ে গিয়েছিল। মিয়ামী অষ্টম মানের ছাত্রী। ক্লাসে ফাস্ট। সেকেন্ড টুবাই। জোর কম্পিটিশন। কিন্তু এবারে টুবাইয়ের মনে সন্দেহ জেগেছে, সে কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারবে না। গুড্ডু দিনচারেক আগে হোয়াটস্ অ্যাপে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে অনলাইন ক্লাস শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে। এইটাকে টুবাই একদম স্ট্যাটিক থাকতে পারছে না। অনলাইন গেম টেম তার চয়েসে নেই। টিকটক, পাবজি, ক্লেস অফ ক্লেনর্স রকমারি কত কী ! নৈব নৈব চ ! – কেন জানি মনে হলো, অনলাইন ক্লাস স্ট্যাডি চালু হলে টুবাই পিছিয়ে পড়বে।

স্কুলবোর্ড মিটিঙে ডিসিশান হয়েছে ওয়ার্ল্ড এপিডেমিক 'কোভিড-১৯' যতদিন চলবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেইনের জন্যে অনলাইন ক্লাস হবে। এখানেই আশঙ্কিত টুবাই। রাতে ঘুম কমে গেছে। বার বার ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতে এক প্রকার ঘেমে নেয় উঠছে টুবাই।

সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সোঁ সোঁ অঝোর ধারা শব্দের মধ্যে কিছু ভালো লাগা আনন্দে কখন যে তার চোখে ঘুম এসেছিল..... সুন্দর এক পাহাড় ঘেরা পাথুরে নদীর কিনারে টুবাই বসে আছে। কিছু রডো ড্রেনডন ফ্লাওয়ার ফোঁটে আছে সারি সারি। গুড্ডু আর মিয়ামী নদীর ওপারে খরস্রোতা জলপ্রবাহে স্রোত ঠেলে এপারে আসতে পারছে না। ওদের দুজনের হাতেই কয়েকটি ব্রহ্মা কমল অর্থাৎ 'দ্য ফ্লাওয়ার অফ লাক'। লম্বা-উঁচু গ্রীবার কিছু অদ্ভুত মেরুন রঙের বার্ড। টুবাই গড় গড় করে বাংলার সরব পাঠ নেয় নি। জানেও না। শুধু বাবাই খুব কাছে এসে সস্নেহে মাথায় টুকি দিয়ে রাইমস্ রিছাইট করতো। টুবাই শুধু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো, বাবাই রিভাইভ করো। ভরাট-গুরুগম্ভীর ভয়েসে কতগুলি সুন্দর সুন্দর পক্ষীর নাম টুবাই অনেক শুনেছে। শালিক, দাঁড় কাক, শঙ্খচিল ইত্যাদি কত কী ? কিন্তু টুবাইয়ের মনে হলো এই পাখি গুলি অন্য রকম। টুবাইয়ের জিওগ্রাফি বইতে আফ্রিকার টাঞ্জানিয়ার মতো এই জায়গা দেখতে অনেকটা। কিছুতেই স্ফটিকের মতো সফেন সলিলা নদী পার হতে পারছে না গুড্ডু আর মিয়ামী। অথচ টুবাই কিঞ্চিত হেল্পও করতে পারছে না। ওরা প্রাণপনে চিৎকার করছে - হেল্প আস - হেল্প ... টুবাই দেখছে অতিকায় একটা কিম্ভূত প্রাণী গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। ওর গায়ে ক্রোকোডিলের লেজের মতো কাঁটা রয়েছে। বডিকানায় অনেকটা করমচা ফলের মতো সাদা আর টকটকে লাল। প্রাণীটা আসছে ওরা আর্তনাদ করছে ..... গোঁ গোঁ শব্দ করে টুবাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। এদিকে সারা শরীর তার ঘর্মাক্ত। হাত-পা শীতলতা অনুভব হলো।

হ্যাগো, শুনতে পাচ্ছো, বলছি নিত্যদিন যে মাস্ক আর গাল্ভস, পরে গট্ গট্ করে

অফিস-কাছাড়ি হাট বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছো, ত ছেলেটার দিকে নজর দাও। সংসারটা তো পুরো আমার ঘাড়েই চেপে বসেছে। কলুর বলদের মতো মুখে মাস্ক লাগিয়ে সবই করতে হচ্ছে। ঠিকে মাসী (ঝি) ছেড়ে দিয়েছি। ওমা কিসব কথা বলে গো ! দু'দিন ধরে টেম্পেরেচার আর গলা ব্যথা। করোনা ! টরোনা নয় তো ? ব্যস্, মামনির এক কথায় কাজ হারালো ঠিকে মাসী। বেচারী আত্মনির্ভর মাসী সেদিন থেকে হলো পরনির্ভর !!

টুবাইদের বাঁধা রাম গোয়ালা, দেড় লিটার দুধ দিতো প্রত্যহ। অথৈবচ। টাকা নিয়ে সেই হিসেব করে আর কাল থেকে দুধ দেবে না আর, বাবাই কেমন যেন রুক্ষভাবে কথাগুলো রামুকে বললেন। রামু আমতা আমতা করে বলল, কেন বাবু, ছানা ছেড়ে যায়, গন্ধ হয়। –না, না, ওসব কিচ্ছু না। দেখছো না এখনো ভ্যাকসিন বেরুয় নি। আর তুমি কিনা বাড়ি বাড়ি জার্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্যানিটাইজ পেনিটাইজ কিছুর কী বালাই আছে.... সংযত হও, পরে দেখা যাবে।

কালো মতো মুখ করে বিমর্ষ অধবদনে রামু গোয়ালা নীরবে নেমে গেল। টুবাইদের লিমোজেন গাড়ীটার দীর্ঘদিনের দেশোয়ালী ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে সুদূর ঝুমরীতালাইয়া। গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে পড়ে ধরছে রাম জং। নিউজ পেপারও বন্ধ করে দিয়েছেন বাবাই। একদম নিশ্চদ্র রাখতে মৃত্যুদূতদের অনুপ্রবেশ।

টুবাই সারাক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। টিভি, ল্যাপটপ, গেমস্ একদম একঘেয়ে হয়ে গেছে। খানিক সময় টিভিতে হিমালয় সীমান্তে লাদাখ, লেহ, রেজাংলা, গলবান ঘাঁটি, দৌলতবেগ ওল্ডীতে খাকী জলপাই কালারের সৈনিক জোয়ান ভাইদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-শ্রম প্রাণ বলিদানে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার চোখে জল এসে যায়। এই রকমই সেদিন উড়ি থেকে ছোটমামার বন্ধুর ডেডবডিটা কফিন বন্দী হয়ে এসেছিল। সেদিন ছোট মামাকে কাঁদতে দেখেছে টুবাই। কেন জানি সেদিন থেকেই তার মনে হয়েছিল যুদ্ধ মানেই মানব জাতির এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

আজ পর্যন্ত একটি যুদ্ধ টুবাই দেখেনি। শুধু দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাবাই করেছিল প্রত্যক্ষ। আর টুবাই শুধু টিভি দেখে দেখে যুদ্ধের ভয়াবহতায় শিহরিত।

দু'তলার একটি প্রকোষ্টে চাঁদ-সূর্য গুনে গুনে চরম ডিপ্রেশনে সময় কাটছে টুবাইয়ের। উহানের ভয়াবহ জীবানু সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করে টুবাইয়ের প্রায় দোড়গড়ায়। টুবাই শুনেছে চিনের জীবানু গবেষণাগারেই তৈরী হয়েছে বিশ্বগ্রাসী দৈত্য ! চিনদেশই সূতিকাগারে বাদুড়-ইঁদুর গবেষণায় এই সংক্রামক জীবানুর জন্ম ! অথচ কনফুসিয়ামের দেশ চিন। প্রাচীরের দেশ চিন। তথাগতের আশীর্বাদ ধন্য দেশ। ফা-হিয়ান, হুউয়েন সাঙ, সান-ইয়াৎ সেনের দেশ.... কত স্বপ্ন টুবাইকে দেখায়। পৃথিবী মানেই তার টেবিলে রাখা গ্লোবের মতো কত রঙিন, কত সুন্দর সে ভেবেছিল !!!

টিভিতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দেখাচ্ছে। ইতালী রেনেসাঁর দেশ, ফ্রান্স বিপ্লবের

পবিত্র ভূমি, আমেরিকা স্বাধীনতার মশালধারী দেশ, জার্মানী ঐক্যের বার্তাবাহী, ইংল্যান্ড সভ্যতার দ্যোতক, ব্রাজিল ফুটবলের দেশ টুবাই এই বয়সে এসব জেনেছে। আজ তার কাছে সবই কেম গুলিয়ে গেছে। সে আর পারছে না এত ভার বহন করতে। এযেন গ্রীসের দেবতা মানুস হারকিউলিস এ্যাটলাসের পৃথিবীর ভার বহন করার মতো।

হঠাৎ করে আলো জ্বাললেন বাবাই আর মামনি। মধ্যরাত। মশারির ভেতরে টুবাই একা ঘামছে, এক অজানা আশঙ্কায়, বাবাই আর মামনিকে দেখে টুবাই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। মশারী উঠিয়ে বাবাই-মামনি একসাথে টুবাইকে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদে না বাবা, কাল আমরা অনেক দূরে বেড়াতে যাবো, আবার সবকিছু দেখবো, তোর জন্যে বাইজস এডু এ্যাপস এনেছি সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। ভয় পাবি না টুবাই – একসাথে দুজনেই বললেন। কান্না ভেজা কণ্ঠে টুবাই বলতে লাগলো – এভাবে সব মানুষ মরে যাচ্ছে, আমরা কি বাঁচবো ? একটা ভোরের পাখি তখন আকাশে ডেকে ডেকে উড়ে গেল।

* * * *